

এসো মিতা !

নরম কাপের উপর পা ফেলে ফেলে সত্যি সত্যিই এবারে গিয়ে নির্দশ্ট
সোফার উপর বসলো মিতা । ঘামচে তখন তার সর্বাঙ্গ ।

এ সে কি করলো । এখানে সে মরতে এলো কেন !

সহসা ঐ সময় ঘরের কোণে মিতার নজর পড়তেই দৃষ্টি তার যেন আর
ফিরতে চায় না । টান করা বিরাট একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার ।

চার পায়ে মূখ বাদান করে এই দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ।

চোখের কাচ খুঁড় দড়টো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে আলোয় ।

ও বাঘটা আমিই আসামের জঙ্গলে একবার শিকার করেছিলাম ।

ম্যান-ইটার—তিন তিনটে মানুষকে ও শেষ করেছিল ।

নিজের অজ্ঞাতেই আবার সুকোমল চৌধুরীর চোখের সঙ্গে তার দৃষ্টি
মিলিত হলো ।

আপনি বদ্বি শিকার করেন ?

এখন আর করিনা, তবে প্রথম যৌবনে করতাম । অনেক করেছি । মৃদু
হেসে জবাব দিল সুকোমল চৌধুরী ।

কথাটা বলে পাশের কালং বেলটা টিপল কুমার ।

পূর্বোক্ত ভূত্য এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো ।

চা নিয়ে আয়—

না, না—এখন চায়ের প্রয়োজন নেই ।

তবে কি খাবে বলো ! এনি কোল্ড ড্রিংক !

না

একেবারে কিছই খাবে না !

ভূত্য তখনো অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে । মিতা যেন কেমন বিব্রত
বোধ করে । ভূত্যের দিকে চেয়ে বলে, কিছুর দরকার নেই, যাও ।

ভূত্য চলে গেল ।

আমাদের এ বইটা সামনের মাসেই রিলিজ হচ্ছে, শুনছেন বোধ হয় !
কুমার বলে ।

না তো !

হ্যাঁ, আমাদের নেক্সট প্রোডাকশন সামনের মাসের গোড়াতেই শুরুর হবে ।
অবনীকে আমি বলে দিয়েছি স্ক্রিপট্‌টা তোমাকে একবার এর মধ্যে শুনিয়ে
দিতে ।

এবারেও বদ্বি গল্প আপনারই লেখা !

না একজন অনামা নতুন লেখকের লেখা গল্প । দু'চারটে গল্প মাত্র বের
হয়েছে এদিক ওদিক গাসিক ও সাপ্তাহিকে । তারই একটা গল্প আমি
কিনেছি ।

ঐ সময় সহসা চুড়ির মৃদু শব্দে চোখ তুলে তাকাতেই মিতার অপূর্ব
সুন্দরী এক ২৫।২৬ বৎসর বয়স্কা নারীর সঙ্গে চোখা চোখি হলো ।

পরিধানে দামী শাড়ী, গা ভাঁত গহনা । দরজার গোড়াতেই দাঁড়িয়ে ।

কি চাও রমা !

ইনি কে ?

ও মিতা রায়, আমার বইয়ের নতুন হিরোয়িন। মিতা এ আমার স্ত্রী, রমলা ।

মিতা হাত তুলে নমস্কার জানায় কুমারের স্ত্রীকে ।

এবং এতক্ষণে সব প্রথম যেন এ বাড়িতে পা দেওয়া অবধি, মিতা এবটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয় । বন্ধুর ভিতটা যেন হালকা বোধ করে ।

কুমার সাহেবের স্ত্রী আর ঘরের মধ্যে দাঁড়ালো না । পরক্ষণেই তীর দৃষ্টিতে বারেক মাত্র মিতার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল, মিতার নমস্কারের কোন প্রত্যুত্তর বা স্বীকৃতি না দিয়েই ।

মিতা যেন কেমন স্তম্ভিত হয়ে যায় ।

উনি চলে গেলেন কেন ?

ওর কথা বলো না মিতা, ওর না আছে কোন কালচার না আছে কোন শিক্ষা ।

আমি তাহলে এবার উঠি—

উঠবে ? কিন্তু কেন এসেছিলে তাতো বললে না !

না সে তেমন কিছু নয় । অবনীবাবুর মদুখে শুনলাম আপনি অসুস্থ তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম । বলতে বলতে মিতা ততক্ষণে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ।

চপলটা পায়ের গলাতে গলাতে সুকোমল চৌধুরীও উঠে দাঁড়ায় । বলে, চল তোমাকে পেঁঁছে দিয়ে আসি—

না, না—তার কোন প্রয়োজন হবে না । নিচে ট্যাক্সী আমি দাঁড় করিয়েই রেখেছি, চলে যেতে পারবো ।

তা হোক ! ট্যাক্সী ছেড়ে দেবে চল, আমিই তোমাকে পেঁঁছে দিয়ে আসবো ! তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি আসছি ।

মিতাকে কোনরূপ প্রত্যুত্তরের অবকাশ মাত্রও না দিয়ে বের হয়ে গেল ঘর থেকে সুকোমল চৌধুরী ।

মিতা আবার সোফার ওপর বসে পড়ে । সোফায় বসে অন্যমনস্ক মিতা সুকোমল চৌধুরীর স্ত্রী রমলা দেবীর কথায় ভাবছিল !

ভদ্রমহিলা ঘরের মধ্যে ঢুকেই তার নমস্কার করা সন্তেদও কোন প্রতি-নমস্কার না জানিয়েই অমন করে বের হয়ে গেলেন কেন ঘর থেকে ।

কেন তুমি এসেছো এখানে ?

সহসা ঠিক পিছনেই ক্ষণমুহূর্তে শ্রুত নারীকণ্ঠ শুনেন যেন ভূত দেখার মতই ঢমকে ফিরে তাকায় মিতা ।

ঠিক তার সোফার পশ্চাতেই দাঁড়িয়ে রমলা !

কখন যে সে তার সোফার পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পাননি সে ।

চোখ তো নয় দুখণ্ড অঙ্গারের মতই জ্বলছে রমলার চোখের মণি দুটো ।

ভেবেছো ও তোমাকে মাথায় করে নাচবে, তাই না ! ভুল ! ভুল করেছো

তাহলে। সখ মিটে গেলেই তোমাকে ও ঠেলে সরিয়ে দেবে! চিনতেও তখন পারবে না—কথাগুলো বলেই আর দাঁড়ালো না রমলা, ঘর থেকে বের হয়ে গেল অন্য দ্বারপথে।

শুশ্রীভত মিতা পাথরের মতই যেন জমাট বেঁধে সোফার উপর বসে থাকে।

তারও মিনিট দুই বাদে ঘরে এসে ঢুকলো স্নুকোমল চৌধুরী। পায়জামার উপরে একটা পাজাবী চাপিয়ে এসেছে ময়।

চলো মিতা! কুমার আহবান জানায়।

যান্ত্রিক পদতুলের মতই উঠে দাঁড়ালো মিতা।

বাড়িতে ফিরতে সে দিন একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল মিতার।

এবং মিতাকে দরজার গোড়াতে নামিয়ে দিমেই চলে গিয়েছিল স্নুকোমল চৌধুরী। তারপর মাসখানেক আর দেখা হয়নি মিতার সঙ্গে স্নুকোমল চৌধুরীর।

সংবাদপত্র মারফৎই জেনেছিল মিতা, স্নুকোমল চৌধুরী তার পরবর্তী বইয়ের লোকেশনের জন্য মনিপুত্র অঞ্চলে গিয়েছে।

ওদিকে যথা সময়ে মিতার প্রথম বই হাউসে রিলিজ হলো এবং বই রিলিজ হওয়ার সঙ্গেই মিতা যেন বেশ কিছুটা জনগণের চিত্ত জয় করে নিল।

চারিদিকে কাগজে মিতাকে নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হলো। চিত্রজগতে নবোদিত তারকা মিতা রায়। তার মধ্যে আছে নাকি প্রচুর সম্ভবনার ইংগিত।

হাউসে বই রিলিজ হবার হপ্তা দুই পরে একদিন দ্বিপ্রহরে স্টুডিওর গাড়ি এলো মিতাকে নিতে।

॥ তেরো ॥

মল্লিকার পাশে শূন্যে মিতা মল্লিকার সঙ্গে গল্প করছিল। এমন সময় ভূত এসে জানাল, স্টুডিও থেকে গাড়ি এসেছে মিতাকে নিয়ে যেতে।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই মিতা ড্রাইভারকে প্রশ্ন করে জানতে পারলো, ডিরেক্টর সাহেব নিজে তার গাড়ি পাঠিয়েছেন। হয়তো নতুন বই সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই স্নুকোমল চৌধুরী ডেকে পাঠিয়েছে। তাড়াতাড়ি সাজ গোজ করে মিতা প্রস্তুত হয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসলো।

স্নুকোমল চৌধুরী বেরিয়েলো বটে তার এ্যাসিস্টেন্ট ইতিমধ্যে একদিন এসে নতুন বইয়ের স্ক্রিপ্টটা শুনিয়ে যাবে। কিন্তু অবনী আসেনি।

মিতা এখনো জানে না পরবর্তী বইয়ে তার কি ধরনের রোল। কাগজে অবশ্য বিজ্ঞাপন দেখেছিল মিতা, স্নুকোমল চৌধুরী শীঘ্রই তার নতুন বই শূন্য করবে। কিন্তু মিতা একটু আশ্চর্যই হয় যখন পরিচিত স্টুডিওর বদলে অন্য স্টুডিওতে গিয়ে গাড়ি প্রবেশ করে।

সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে, এ কোন স্টুডিওতে এলে ড্রাইভার?

ড্রাইভার জবাব দেয়, সাহেব এখানেই আছেন।

নতুন স্টুডিও।

গাড়ি থেকে নামতেই স্নকোমল চৌধুরীর এ্যাসিসটেন্ট অবনী এগিয়ে এলো, আসন্ন মিস্ রয়, মিঃ চৌধুরী ডাইরেক্টরস রুমে আছেন।

লম্বা ব্যারাকের মত রাস্তার ডানদিকে পর পর সব ছোট ছোট ঘর। স্টুডিওতে বত'মান যে যে ডাইরেক্টর কাজ করছেন তাদের জন্য প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর। ঘরের দরজায় নেমপ্লেটে ডাইরেক্টরের নাম ও বইয়ের নাম লেখা।

অবনীর সঙ্গে একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরটিতে গিয়ে প্রবেশ করলো মিতা পদ'া তুলে। ঘরের মধ্যস্থলে একটি টেবিল। ঘরের দরজার মুখোমুখি বসেছিলো স্নকোমল চৌধুরী একটা চেয়ারে। তার পাশে দুটো চেয়ারে দু'জন মধ্যবয়সী অজানা ভদ্রলোক বসে। একজনের বেশ ভূষা দেখলেই বোঝা যায় তিনি মাড়োয়ারী। অন্যজনের পরিধানেও দামী সন্ট।

মিতা ঘরে প্রবেশ করতেই একটা খালি চেয়ার নির্দেশ করে কুমার সাহেব তার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর গলায় বলে, শোস মিতা!

নমস্তে মিতা দেবী!

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক নমস্কার জানালো।

নমস্তে। মৃদুকণ্ঠে মিতা জবাব দেয় চেয়ারে বসতে বসতে।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটিও নমস্কার জানালো।

এবার স্নকোমল চৌধুরীই কথা বলে, মিতা, ইনি হচ্ছেন রামদাস চামেরীয়া। এ'র সঙ্গেই আমি আমার পরবর্তী বইয়ের কনট্রাক্ট সই করেছি। এ'দের ইচ্ছা তুমিই এ'দের বইতে হিরোয়িন থাকো। আমার বইতে যে রেমিউনারেশন পেয়েছ এ'রা তাই দেবেন।

মিঃ চামেরীয়া তাড়াগাড়ি সায় দিয়ে ওঠেন, চৌধুরী সাবকে দিয়ে আমরা আবো দুটো বই করবো। সব বইতে আপনি থাকবেন। তিনটি বইয়ের জন্যই আপনার সঙ্গে আজ আমরা কনট্রাক্ট সই করিয়ে নিতে চাই--

তিন তিনটে বইয়ের এক সঙ্গে কনট্রাক্ট--

বিহবল কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকায় মিতা স্নকোমল চৌধুরীর দিকে।

কি জবাব দেবে সে ভেবে পায় না।

সহসা স্নকোমল চৌধুরী কথা বলে ওঠে, না মিঃ চামেরীয়া তিনটে বইয়ের একত্রে কনট্রাক্ট হবে না। মাত্র একটি বইয়ের জন্যই আপাততঃ উনি কনট্রাক্ট করবেন। সেই মতই কনট্রাক্ট সই করিয়ে নিন।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি এবার কথা বললেন, আমরা মিতাদেবীকে এক্সক্লুসিভ অ্যাট্রাক্ট করে নিতে চাই তিন বছরের জন্য। সেজন্য উনি কি মাইনে মাস মাস এক্সপেক্ট করেন তাই না হয় বলুন না।

বেশ তো উনি যদি তাতে রাজী থাকেন তো সই করুন। কুমার সাহেব এবার বলে।

মিতা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানায়, না, কুমার সাহেব যা বলেছেন তাই হবে। আমি একটা বইয়ের জন্যই সই করবো।

অতঃপর মাড়োয়ারী ভদ্রলোক, তার বন্ধু পরস্পরের সঙ্গে চোখ চাওয়া

চাওয়া করে বললেন, বেশ তবে তাই হোক ।

হাজার এক টাকা নগদ দিয়ে মাস মাস পাঁচ শত টাকা মাইনা হিসাবে তখুনি কনট্রাক্ট সই হয়ে গেল ।

কনট্রাক্ট সই হতে হতে ওঁদিকে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল ।

সুকোমল চৌধুরী মিতাকে সঙ্গে নিয়ে এসে তার গাড়িতে উঠলো । পাশাপাশি দুজনে বসে ।

চল আমাব বাড়ি থেকে চা খেয়ে যাবে । কুমার বলে মিতাকে ।

কুমার সাহেবের বাড়িতে যাবার কথায় মিতার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে ওর স্ত্রী রমলা দেবীর কথা এবং মনটা সংকুচিত হয়ে পড়ে কিন্তু তবু কেন না জানি কোন প্রতিবাদ জানাতে পারে না কুমারের প্রস্তাবে ।

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে কুমার সাহেবেরই সহায়তায় চিত্রজগতে তার পরিচিতির এই শুরুরূপে মনে যেন তার কুমার সাহেবকে না বলতে সংকোচ হয় ।

কিন্তু ঐ সঙ্গে সেদিনবাব ক্ষণ-পরিচিতি রমলা দেবীর কথাগুলোও যেন সে ভুলতে পারে না । সঙ্গে সঙ্গে তাবার মনে হয়, এই কথামাসের আলাপে আজ পর্যন্ত সে কুমারের দিক থেকে কোন অসংগত আচরণ বা অসৌজন্যের আভাস মাত্রও দেখেনি । সেদিক থেকেও তো তার কুমারের বিরুদ্ধে কোন নালিশ নেই । তাই কুমারের প্রস্তাবে হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনা মিতা ।

দোতলায় কুমার সাহেবের সেই পরিচিত ঘর । শুরুর তফাতের মধ্যে আজ কুমারের সামনে মদেব বোতল বা গ্লাস ছিল না । ট্রেব পরে সাজানো ছিল চায়ের সাজ সরঞ্জাম ।

চাষেব কাপে চমুকে দিতে দিতে সুকোমল চৌধুরী বলছিলেন, একটা কথা তোমাকে আজ বলছি মিতা, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এ লাইনে স্বীকৃতি পেতে দেরি হয় না । তাছাড়া তোমার মধ্যে যে অভিনয়ের স্পার্ক আছে তাতে করে সে স্বীকৃতি পেতে তোমার হয়ত খুব কষ্ট হবে না । কিন্তু মনে রেখো, সে স্বীকৃতি নষ্ট হতেও বেশি দেবি হয় না ।

মিতা কোন জবাব দেয় না, চুপ করেই থাকে ।

তাই বলছিলেন, কুমার বলতে থাকে, সেই স্বীকৃতি আসবার মূলে কখনো বেসামাল হযো না । তাছাড়া আরো একটা কথা মনে রেখো, পর্দায় বলো, মঞ্চে বলো, অভিনেতা অভিনেত্রীদের স্বীকৃতিটা জনগণের কাছ থেকে যেমন আচমকা উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে তেমনি আচমকাই আবার একদিন তারা মদুখ ফিবিগেও নিতে পারে । আরো ঐ সঙ্গে একটা কথা মনে রেখো মিতা এই লাইনে সত্যিকারের বন্ধু কেউ নেই ।

কথায় কথায় সেদিন রাত দশটা হয়ে গিয়েছিল । মিতার খেয়ালই ছিল না ।

আচমকা হাত ঘড়ির দিকে নজর পড়ায় খেয়াল হতেই মিতা চমকে ওঠে বাত দশটা ।

এবার আমি বাড়ি যাবো মিঃ চৌধুরী ।

হ্যাঁ, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি ।

কুমার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং ভৃত্যকে ডেকে আদেশ দিলেন
ড্রাইভারকে গাড়ি বের করবার জন্য ।

ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল । পিছনের সীটে পাশাপাশি বসেছিল মিতা
আর কুমার সাহেব ! নিঃশব্দে এক সময় অন্ধকারেই কুমার সাহেব মিতার
হাতটা স্পর্শ করলো ।

প্রথমটা মিতা ঠিক বদ্ব্যবহারে পারোন ব্যাপারটা ।

ভেবেছিল হয়তো পাসেব উপবিষ্ট কুমারের হাতটা এমনিই তাকে স্পর্শ
করেছে । কিন্তু পরমুহূর্তেই তার সে ভুল ভেঙে গেল যখন কুমার তার
হাতটা ধরে নিজের কোলের উপর তুলে নিল ।

সঙ্গে সঙ্গে মিতা হাতটা টেনে নেয় কাবণ পদুবদ্ব্যবহারের স্পর্শের মধ্যে কোথায
আছে শংকা নারী হয়ে সেই মুহূর্তেই মিতার বদ্ব্যবহারে দৌঁবে হয়নি । এবং
অজানিত একটা ভয়ে ঐ মুহূর্তেই বদ্ব্যবহারে ভিতবটাও যে দূর দূর করে কেঁপে
ওঠেনি তাও নয় ।

তবু আশ্চর্য, মিতা এতটুকু শব্দ করেনি । গাড়ির জানালা পথে প্রচলিত
হাওয়া আসলেও ঘামছিল মিতা ।

কুমার এবারে তৎক্ষণাৎই মিতার টেনে নেওয়া হাতটা চেপে ধরলো ।
মিতা !

বলুন ।

আমি এবারে তোমার সঙ্গে চাববছরের একটা লঙ্ঘন কনট্রাবার্ট করবো
নাও ।

হাতটা ছাড়ুন কুমার সাহেব !

কেন, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না ।

বিশ্বাস যদি আপনি বাখতে পারেন তো কেন কববো - আপনাকে
বিশ্বাস !

গাড়িটা ঐ সময় ধীরে ধীরে থেমে গেল ।

মিতার বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে । হাতটা ছেড়ে দিল কুমার ।

মুদু কণ্ঠে নমস্কার জানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল মিতা ।

কুমার সাহেবের দ্বিতীয় চিত্রের শূটিং যথা সময়ে শুরুর হলো ।

এবং যত শূটিং এগিয়ে যেতে লাগলো মিতা লক্ষ্য করলো, আসলে সে
ইয়ের নায়িকা থাকলেও স্ক্রিপ্টে গল্পের গতি কুমার সাহেব এমনি অদল
দল করে দিয়েছেন যে, নায়িকার ভূমিকা থেকে সমস্ত সহানুভূতি গিয়ে
পড়ে উপনায়িকার উপরেই । এবং মিতা বদ্ব্যবহারে পারে ইচ্ছা করেই কুমার
সাহেব ছবির নায়িকাকে কোন্‌ ঠাঙ্গা কবে উপনায়িকাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন
কেন্দ্রে ।

বদ্ব্যবহারে আক্রোশে ভিতবে ভিতরে মিতা ফুলতে থাকে । কিন্তু উপায় নেই ।